তারিখ 08 JAN 2018
পৃষ্ঠা 28 কলাম 2

সবল শিক্ষা আইন চাই

জবাবদিহিও নিশ্চিত করুন

বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সময়ে সম্ভবত শিক্ষা নিয়ে সবচেয়ে বেশি আলোচনা হয়েছে। আমরা একটি জাতীয় শিক্ষানীতি পেয়েছি। কিন্তু তার কতটুকু বাস্তবায়িত হচ্ছে, তা নিয়ে অনেকের মনেই প্রশ্ন আছে। পাবলিক পরীক্ষার নামে শিক্ষার্থীদের অযথা চাপের মুখে ফেলে দেওয়া হচ্ছে বলে অনেকে মনে করেন। দেশের প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে পাসের হার বেড়েছে। কিন্তু তাতে শিক্ষার গুণগত মানে আদৌ কোনো পরিবর্তন এসেছে কি না, এ বিষয়ে সন্দিহান অনেকেই। ধারণা করা হয়েছিল, শিক্ষায় সৃজনশীল পদ্ধতির প্রচলন হলে মুখস্থ বিদ্যা থেকে মুক্তি পাবে শিক্ষার্থীরা। বাজারে অবৈধ নোট বই ও গাইড বইয়ের অনৈতিক বাণিজ্য বন্ধ হবে। বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, সৃজনশীল পদ্ধতি বাজার থেকে গাইড বই তুলে দিতে পারেনি; বরং শিক্ষকদের কেউ কেউ সৃজনশীল অনেক প্রশ্ন তুলে দেন গাইড বই থেকে। পরীক্ষায় পাসের হার বাড়লেও প্রশ্নপত্র ফাঁস হচ্ছে।

আমাদের দেশে একসময় কিন্ডারগার্টেন শিক্ষার নামে অলিগলিতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে। শিক্ষার নামে এসব প্রতিষ্ঠান যে বাণিজ্য করে তা দেখারও বোধ হয় কেউ নেই। পাঠ্য বইয়ের বাইরে শিশুদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয় বাড়তি বইয়ের বোঝা। নামকরা প্রতিষ্ঠানে পড়ে এমন অনেক শিক্ষার্থীই তার ওজনের চেয়ে বেশি ওজনের ব্যাগ বহন করে। অনেক প্রতিষ্ঠানই শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করে। অনেক সময় অভিভাবকদের অতিরিক্ত অর্থ প্রদানে বাধ্য করা হয়। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে অনেক প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা তাদের কাছে প্রাইভেট টিউশন নিতে শিক্ষার্থীদের প্ররোচিত করেন। ক্ষেত্রবিশেষে বাধ্য করা হয়। প্রাইভেট টিউশন হয়তো দুর্বল ছাত্রদের পাঠে সহযোগিতা করতে পারে কিন্তু একজন শিক্ষক যখন বাণিজ্যিকভাবে প্রাইভেট টিউশনি করেন, তখন শিক্ষকের ব্রত ও নৈতিকতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়। আবার দেশের বিভিন্ন স্থানে গড়ে ওঠা কোচিং সেন্টারগুলোতেও অনেক শিক্ষক সরাসরি কাজ করেন। এসব কোচিং সেন্টার বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িত বলেও অভিযোগ রয়েছে।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করে তুলতে যেমন শিক্ষানীতির সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন প্রয়োজন, তেমনি শিক্ষাকে কলুষমুক্ত করতে চাই শিক্ষা আইন। অবশেষে শিক্ষা আইন চূড়ান্ত হতে যাচ্ছে। তবে আইনটি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে যাওয়া ও মন্ত্রিসভায় অনুমোদনের জন্য দেওয়ার আগে অতিরিক্ত অর্থ আদায় থেকে শুরু করে প্রাইভেট টিউশনির বিষয়ে নতুন করে ভাবতে হবে। এর সঙ্গে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকদের জবাবদিহির বিষয়টি স্পষ্ট করতে হবে। কোনো শিক্ষার্থী পরীক্ষায় খারাপ করলে সরাসরি তার ওপর দোষ চাপিয়ে দেওয়া হয়। পরীক্ষার্থীদের ব্যাপারে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের পক্ষ থেকে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সে ব্যাপারে জবাবদিহির ব্যবস্থা থাকলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকদের আন্তরিকতায় কোনো ঘাটতি থাকবে না।

আমরা আশা করব, নতুন শিক্ষা আইন শিক্ষা ক্ষেত্র থেকে সব ধরনের অন্যায় ও অনিয়ম দূর করতে সহায়ক হবে।